মহাসমাবেশ সফল করতে মেহেরপুরে বিএনপির প্রস্তুতি সভা, সাংবাদিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

২৮ অক্টোবর ঢাকার মহাসমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে মেহেরপুরে বিএনপি’র এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকাল পাঁচটায় মেহেরপুর কাথুলী সড়কের একটি কমিউনিটি সেন্টারে এ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুণের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপি’র সভাপতি মেহেদী আহমেদ রুমি।

জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেনের সঞ্চালনায় বিশেষ বক্তা হিসেবে রয়েছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিলটন। প্রস্তুতি সভায় বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। তবে প্রস্তুতি সভা থেকে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা জানা যায়নি।

তবে, প্রস্তুতি সভায় সাংবাদিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বলে জানান জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন। তিনি বলেন, প্রস্তুতি সভাটি ঘরোয়া। যে কারণে সাংবাদিকদের প্রবেশ না করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

নির্বাচনকে সামনে রেখে কৌশল

ঠিক করছে তৃণমূলের বিএনপি নেতারা

নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপিতে বিরোধ এখন তুঙ্গে। দলটির ভিতরে এক পক্ষ চায় নির্বাচনে অংশ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে অন্যপক্ষ চায় নির্বাচন বর্জন করতে। এরই মধ্যে বিএনপির একাধিক নেতা যারা দীর্ঘদিন ধরে দলের ভিতরে কোণঠাসা তারা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। প্রয়োজনে তারা দল থেকে বের হয়ে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদান করে কিংবা স্বতন্ত্র অবস্থান থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হওযার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বিএনপির একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। যদিও কেউ প্রকাশ্যে এখনও এই আলাপ করতে চান না।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বিএনপিতে বছরের পর বছর অবহেলার শিকার, বঞ্চিত, বিভিন্ন সময়ে দল থেকে নানা অজুহাতে বহিস্কার হওয়া, ওযান ইলেভেনের সময় সংস্কারপন্থি হওয়া, হতাশ সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্যসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা ইতিমধ্যে নতুন দলে যোগ দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। কেউ কেউ নতুন দলে যোগ দিয়ে নেতৃত্বেও চলে আসছেন। বিশেষ করে প্রয়াত ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা হাতে গড়া দল তৃণমূল বিএনপির নেতৃত্বে এসেছেন বিএনপির সাবেক দুই প্রভাবশালী নেতা শমসের মবিন চৌধুরী এবং তৈমুর আলম খন্দকার। এখন তাদের দেখানো পথ অনুসরণ করার জন্য প্রস্তুত নিচ্ছেন অনেক নেতা।

সূত্র জানায়, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে বিএনপির একটি বড় গ্রুপ আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মেজর হাফিজের সঙ্গে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন, কুমিল্লার সাবেক মেয়র বিএনপি থেকে বহিস্কৃত মনিরুল হক সাক্কুসহ আরও বেশ কয়েকজন গুরুত্ত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় নেতা রয়েছেন। যারা এখনই তাদের নাম প্রকাশ করতে চাচ্ছেন না। তবে একাধিক নেতা বলেছেন, সময় সবকিছু বলে দিবে।

বিএনপির ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো বলছে, যারা বিএনপি ছেড়ে আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের বেশিরভাগই নির্বাচন

কমিশনে নিবন্ধনকৃত রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারেন। যাতে করে নির্বাচন করতে কোনোরকম ঝক্কিঝামেলা না হয়। আবার নিজ নিজ এলাকায় প্রভাবশালী এমন নেতারা স্বতন্ত্র প্রার্থীও হতে পারেন।

তবে নির্বাচনকে সামনে রেখে যারা বিএনপি ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের বেশির ভাগই নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল তৃণমূল বিএনপি বা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে (বিএনএম) যোগ দিতে পারেন। বিএনপির সাবেক নেতা ও মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার হাতে গড়া তৃণমূল বিএনপি কয়েক মাস আগে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পায়। কিন্তু এর কয়েক দিন আগেই মারা যান নাজমুল হুদা। এরপর দলটির হাল ধরেন তার কন্যা। সম্প্রতি দলটির নেতৃত্বে এসেছেন বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক কূটনীতিক শমসের মবিন চৌধুরী এবং বিএনপি চেয়ারপারসনের সাবেক উপদেষ্টা নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের মেয়র প্রার্থী তৈমুর আলম খন্দকার। তারা নেতৃত্বে আসার পর তেকেই আলোচনায় ওঠে এসেছে তৃণমূল বিএনপির নাম। দলের বর্তমান নেতৃত্ব দলকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছে।

এরই লক্ষ্য ধরে বিএনপির বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে তৃণমূল বিএনপির নেতাদের কথা হয়েছে। যাদের মধ্যে অনেকেই তৃণমূল বিএনপিতে যোগদানের কথা ভাবছেন। তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও রাখছে তৃণমূল বিএনপি।

সূত্র জানায়, বিএনপি থেকে তৃণমূল বিএনপি কিংবা বিএনএম এ যোগদানের জন্য কমপক্ষে অর্ধশত নেতা পাইল লাইনে রয়েছেন।

তৃণমূল বিএনপির নেতারা মনে করেন, বিএনপির যেসব নেতা নানাভাবে দলে উপেক্ষিত তাদেরকে দলে ভিড়াতে পারলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৃণমূল বিএনপির গ্রহণযোগত্যা আরও বাড়বে। সে লক্ষ্যে নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন তৃণমূল বিএনপি নেতারাও সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তারা আগামী নির্বাচনের জন্য সৎ যোগ্য এবং জনপ্রিয় প্রার্থীর সন্ধান করছেন। যারা নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসতে পারবেন।

তৃণমূল বিএনপির মত বিএনএম- এর নেতারাও তৎপরতা শুরু করেছেন নির্বাচনকে সামনে রেখে। তারাও চাচ্ছেন বিভিন্ন দল থেকে পদ বঞ্চিত যোগ্য নেতাদের নিজেদের ভিড়াতে। এই দলেও বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতাকে দেখা যেতে পারে। তবে কারা কবে যোগ দিবেন সে বিষয়ে এখনই কারো নাম প্রকাশ করতে চাচ্ছেন না দলটির নেতারা।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিএনপি ছেড়ে ‘তৃণমূল বিএনপি বা

বিএনএম-এ তে যোগদান করতে পারেন এমন নেতাদের মধ্যে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ, দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন, যুগ্ম মহাসচিব ও সাবেক সংসদ সদস্য মজিবর রহমান সরোয়ার, বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান শওকত মাহমুদ, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য মনিরুল হক চৌধুরী, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও দলের খুলনা মহানগরের সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম মঞ্জু, সংস্কারপন্থি হিসেবে পরিচিত সাবেক সংসদ সদস্য সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল, আলী নেওয়াজ খৈয়াম, ডা. জিয়াউল হক মোল্লা, নূরুল ইসলাম মনি, নজির হোসেন, কুমিল্লার সাবেক মেয়র মনিরুল ইসলাম সাক্কু সহ আরও অনেকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিএনপির একজন কেন্দ্রীয় নেতা বলেছেন, বিএনপিতে এখন চরম সংকট যাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে একাধিক গ্রুপ সক্রিয়। একটা বড় অংশ নির্বাচনে অংশ নিতে চায়। আবার আরেক অংশ চায় আন্দোলন। এ নিয়ে বিরোধ এখন তুঙ্গে। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসতে এই সংকট আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। তিনি বলেন, শেষ পর্যন্ত কি হয় সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

অপর একজন নেতা বলেন, দল দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে ক্ষমতার বাইরে। কর্মীদের ধরে রাখা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় নির্বাচনে যাবার কোনো বিকল্প নেই। নির্বাচনের বিষয়ে দল যদি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে আগামীতে এর চড়া মূল্য দিতে হবে। এজন্য দলের নেতৃত্বকেই দায়ি করেন এই নেতা। তিনি বলেন, এখন রাজনীতির যে পরিস্থিতি তাতে নির্বাচনে যাওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কারণ আন্দোলন করে সরকার পতন করা যাবে না। এর প্রধান কারণ ১৭ বছরেও বিএনপি আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ঘটাতে পারেনি। আবার বিদেশীরা যে ক্ষমতায় বসিয়ে দিবে এমনটা ভাবারও কোনো কারণ নেই। বরং নির্বাচনে না গেলে দল হিসেবে বিএনপির অস্তিত্ব হুমকির মধ্যে পড়বে।

এই নেতা আরও বলেন, দলের ভিতরে কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায়ে একাধিক নেতা রয়েছেন যারা নির্বাচনে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন। এই অবস্থায় দল কী সিদ্ধান্ত নেয় সেটা দেখার বিষয়।

এদিকে তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব অ্যাডভোকেট তৈমূর আলম খন্দকার জানিয়েছেন, তাদের দলে যোগদানের জন্য বিএনপিসহ বিভিন্ন দল ও শ্রেণি-পেশার অনেক নেতাকর্মী ও সমর্থকরা যোগাযোগ করছেন। বিএনপি

থেকে অন্তত অর্ধশত নেতা যোগ দিতে পারেন শিগগির। যাদের প্রায় প্রত্যেকেই এমপি প্রার্থী হওয়ার লাইনে আছেন।

আর বিএনএমের আহ্বায়ক অধ্যাপক আবদুর রহমান জানিয়েছেন, আগামী নির্বাচনে তারা ৩০০ আসনে প্রার্থী দিবেন। এরমধ্যে বিএনপিসহ বিভিন্ন দল থেকে যারা বিএনএম-এতে যোগ দিতে চাচ্ছেন তাদেরকেও স্বাগত জানানো হবে।

অবশ্য বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলছেন ভিন্ন কথা। তার মতে, বিএনপির কোনো ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতাকর্মী কোনো ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেবেন না। তার দাবি, দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি ঐক্যবদ্ধ।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা বিএনপির আয়োজনে অনশন কর্মসূচী পালিত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার স্হায়ীমুক্তি ও বিদেশে উন্নত চিকিৎসার দাবীতে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আয়োজনে আজ শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত অনশন কর্মসূচী পালিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা শহরের সাহিত্য পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত এ অনশন কর্মসূচীতে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আব্দুল জব্বার সোনা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহমুদ হাসান খান বাবু। বিশেষ অতিথি ছিলেন সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান শরীফ।

অনশন কর্মসূচীতে চুয়াডাঙ্গা জেলার চারটি উপজেলার বিএনপির নেতাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি নেতারা অনশনে, কর্মীরা ব্যস্ত খাওয়া-দাওয়ায়

দলীয় চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে চিকিৎসার জন্য দ্রুত বিদেশে পাঠানোর দাবিতে বিএনপির অনশনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে খাওয়া দাওয়া। একদিকে নেতারা দলের নয়া পল্টন কার্যালয়ের সামনে অনশন করছেন, অন্যদিকে নেতাকর্মীরা আশপাশের গলিতে খাওয়া-দাওয়া আর আড্ডা মাস্তিতে ব্যস্ত ছিলেন। এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা।

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে চিকিৎসার জন্য দ্রুত বিদেশে পাঠানোর দাবিতে শনিবার বেলা ১১টা থেকে রাজধানীর নয়া পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে শুরু হয়ে অনশন চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত। ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির উদ্যোগে এই অনশন কর্মসূচি আহবান করা হয়েছিল।

অনশন স্থলে গিয়ে দেখা গেছে, নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের সড়কে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সেই মঞ্চে ছিলেন দলীয় মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, রহুল কবীর রিজভী, সেলিমা রহমানসহ অঙ্গসংগঠনের নেতারা। খালেদা জিয়ার ছবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মঞ্চের সামনের সড়কে মাদুর বিছিয়ে বসেছিলেন দলীয় নেতাকর্মীরা।

মঞ্চের সামনে যতো না নেতাকর্মী অনশন করছেন তার চেয়ে অনেক বেশি নেতাকর্মী বিএনপির নয়া পল্টনের দলীয় কার্যালয়ের আশপাশের গলিতে চা-নাস্তা আর আড্ডায় ব্যস্ত। এমন দৃশ্য দেখে অনেকিই বলতে শোনা গেছে, “হ্যাঁ , এরা করবে আন্দোলন। ৩ ঘণ্টার অনশনে আইসা শুধু খাই খাই করতেছে। নেত্রীর জন্য ৩ ঘণ্টা না খেয়ে তাকতে পারল না।’

মহানগর উত্তর বিএনপির কর্মী সাগর বলন, ‘দেখেন এই ৩ ঘণ্টার অনশনে কোনে কিছুই হবে না। আমি এসেছি, কর্মসূচিতে আসতে হবে এ জন্য। এসব আন্দোলন দিয়া নেত্রীকেও মুক্ত করা যাবে না আর সরকারেরও পতন ঘটবে না।’ মহানগর উত্তর বিএনপির আরেক কর্মী মোহাম্মদ আজমল হোসেন

বলেন, ‘নেতাদেরই যেখানে ঠিক নাই, সেখানে কর্মীদের দোষ দিয়ে লাভ কি?’ অনশন কর্মসূচীতে যোগ দিতে যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে আসা বিএনপি দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘অনশনস্থলেই ছিলোম। ভাবলাম একটু চা-পানি খাই, তাই গলিতে ঢুকে খাচ্ছি।’

এদিকে বিএনপির এই অনশন কর্মসূচি ঘিরে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কর্মসূচির শুরুতেই নয়া পল্টনের সড়কের এক পাশে যানচালাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে এই গণ অনশনে আসতে থাকেন এবং কার্যালয়ের সামসনে পৌঁছানোর পর কাকরাইল মোড় থেকে ফকিরেরপুল পর্যন্ত রাস্তার এক পাশের সড়কে বসে পড়েন। এর ফলে এক পাশের সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল কর গিয়ে নয়াপল্টন, দৈনিক বাংলা মোড়, পল্টন, কাকরাইল, নাইটেংগেল মোড়সহ আশপাশের সড়কগুলোতে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। ওই সড়গুরো দিয়ে চলাচলকারীদের প্রায় ৩/৪ ঘণ্টা কঠিন ভোগান্তি পোহাতে হয়।

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয় আদালত। সে দিনই কারাগারে পাঠানো হয়। ওই বছরের অক্টোবরের শেষে হাই কোর্টের রায়ে সাজা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয়। তার আগের দিন জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায়ও বিএনপির চেয়ারপারসনের ৭ বছর সাজা হয়। খালেদা জিয়া শারিরীক অসুস্থজনিত বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মানবিক কারণে মার্চ মাসেই সরকার নির্বাহী আদেশে খালেদার জিয়ার দণ্ড স্থগিত করে তাকে কারাগারের পরিবর্তে বাসায় থাকার সুযোগ করে দেয়। বর্তমানে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি আছেন খালেদা জিয়া আছেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির অনশন

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণের দাবিতে বিএনপি’র কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে অনশন করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ শনিবার (১৪ অক্টোবর) বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত মেহেরপুর পৌর এলাকার কাঁসারী পাড়ায় অবস্থিত জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সন্নিকটে বিএনপি’র কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ

হিসেবে এই অনশন কর্মসূচি

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর -১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, সাধারণ সম্পাদক সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, সিনিয়র সহ -সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, আব্দুর রহমান বিশ্বাস, ইলিয়াস আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড: মারুফ আহমেদ বিজন, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুন্নেসা নয়ন সহ যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

হাসের সঙ্গে কী গোপন বৈঠক, কেন অস্বীকার ফখরুলের?

ঢাকায় নিযুক্ত ‘যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) বৈঠক করেছেন বলে খবর ছড়িয়ে পড়লেও সত্যতা উড়িয়ে দিয়েছেন ফখরুল। এমনকি আমেরিকান অ্যাম্বাসির সঙ্গে বিষয়টির সত্যতা জানতে চেয়ে গণমাধ্যমগুলো যোগাযোগ করলে তারাও সরাসরি উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে গেছে। যখন আমেরিকার পক্ষ থেকে প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল ঢাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজের সঙ্গে কেবল বৈঠক শেষ করেছে সেসময় পিটার হাসের সঙ্গে এই গোপন বৈঠক নিয়ে অস্বীকারের খেলা কেনো খেলছে বিএনপি?

আলোচনার শুরু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। সেদিন দুপুরে বারিধারায়

প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে বৈঠকটি হয়েছে বলে খবর আসতে থাকে। গণমাধ্যমগুলোর পক্ষ থেকে ফখরুল ইসলামের সঙ্গে সন্ধ্যার পর যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘এ ধরনের কোনও বৈঠক হয়নি। সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে।’

যদিও বিএনপির একাধিক রাজনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার পিটার হাসের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের ওয়ান-টু-ওয়ান বৈঠক হয়েছে। ওই বৈঠক সম্পর্কে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ছাড়া অন্য কেউ অবহিত নয়। তবে গোয়েন্দা সূত্র নিশ্চিত করে যে পিটার হাস ও মির্জা ফখরুলের বৈঠকটি আমেরিকান ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে ফখরুল ইসলাম বেলা ১২টা ৫০ থেকে ১টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত অবস্থান করেন। এসময় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটাস হাস ও মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কাউন্সিলর আর্থরো হিনস ক্লাবে উপস্থিত ছিলেন।

এবিষয়ে ফখরুল ইসলামকে শুক্রবার (১৩ অক্টোবর) আবারও জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা এটার উত্তর দেব না। কালকে দিয়ে দিয়েছি (উত্তর)। আমি আপনাদের একটাই অনুরোধ করব সব সময়, আমরা সবাই তো এ দেশের মানুষ। আমাদের প্রত্যেকেরই এই দেশের প্রতি, মাটির প্রতি, মানুষের প্রতি দায়িত্ব আছে। আপনারা সাংবাদিক, স্বাভাবিকভাবেই স্কুপ নিউজ খুঁজবেন। বাট এট দ্য সেম টাইম সেই বিষয়টাকে আমরা ডাইভার্ট করব না, যা জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলেই এই সময় পিটার হাসের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিষয়েই জানানো দরকার বলে মনে করেন শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক। তিনি বলেন, একটা দেশের রাষ্ট্রদূত, এবং সেই দেশটি আমেরিকা, যখন বিএনপির মতো একটি দলের নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন তখন সেখানে নানা প্রশ্নের জন্ম দিবে এটাই স্বাভাবিক। এখন একদিকে যুক্তরাষ্ট্র ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আরেকদিকে তাদের পর্যবেক্ষকরা দেশে এসে নানা দলের সঙ্গে গোষ্ঠীর সঙ্গে সভা করছে। সেসময় আলাদা করে ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে পিটার হাসের কী আলাপ?

এমনকি এইদিনে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যখন বিএনপি প্রতিনিধি দল দেখা করছেন তখন পিটার হাসের সঙ্গে কেনো কেবল ফখরুল ইসলাম আলমগীর গেলেন সেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দুপুরে ঢাকায় নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগলির সঙ্গে বৈঠক ও

মধ্যাহ্নভোজ করেছে বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল। রাজধানীর বারিধারায় রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির প্রধান আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির সদস্য শামা ওবায়েদ এবং বিএনপি নেতা তাবিথ আউয়াল এতে অংশ নেন। বৈঠক শেষে তাঁরা রাষ্ট্রদূতের আমন্ত্রণে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান গণমাধ্যমকে এসব তথ্য জানান। এ সময় তাঁরা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন। তাঁরা রাষ্ট্রদূতকে জানান, আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে বিএনপি কোনো নির্বাচনে অংশ নেবে না। বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা ছাড়াও মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় চলমান এক দফা আন্দোলনের বিষয়ে অবহিত করা হয়।

এদিকে, বিএনপি ও দলটির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে যুক্ত একাধিক দলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাদের সঙ্গে এই বৈঠক নিয়ে কোন আলাপ হয়নি। যদি ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাক্ষাৎ করেনও যুগপৎ নেতাদের সাথে পরামর্শ ছাড়া এককভাবে কোন বড় সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। ফলে আলোচনা হলে জোটের নেতারা জানবে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগপৎয়ের বাম ঘারানার এক নেতা বলেন, ‘খবরটি বৃহস্পতিবার আমরা যখন শুনেছি তখন অলরেডি গণমাধ্যম জেনে গেছে। কেনো ফখরুল ইসলাম বৈঠকের কথা অস্বীকার করছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, দুটো কারণ হতে পারে। এক কূটনৈতিক শিষ্টাচারজনিত কোনও বিশেষ কারণে বৈঠকের খবরটিকে সামনে আনতে চাইছে না বিএনপি। আরেকটি বিষয়ে হলো, কী আলাপ হয়েছে তিনি তা এখনই বলতে চান না।’

সেই আমেরিকার কাছেই অভিযোগের ঝাঁপি খুলল বিএনপি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ব পরিস্থিতি যাচাই করতে ৭ অক্টোবর ঢাকায় আসেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের ৭ সদস্য। সরকারি দল, বিরোধী একাধিক দলের সঙ্গে সভা শেষে

মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সভা করেছে। এরমধ্যে বিএনপি ও এবি পার্টির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে যখন তাদের কাছে নালিশ জানাচ্ছে বিরোধীদলগুলো তখন মার্কিন মদদে গাজায় ইজরাইলি হামলায় প্রাণ হারাচ্ছে হাজারও মানুষ। যুক্তরাষ্ট্র যখন সরকারি বিরোধীদল নির্বিশেষে ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তথন তাদের প্রতিনিধি দলের সামনে বিএনপির তুলে ধরা খণ্ডিত চিত্র নিয়ে সমালোচনা করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

সেপ্টেম্বরে জানানো হয়, মার্কিন ভিসানীতির কারণে বাংলাদেশের কিছু বর্তমান ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের রাজনীতিক ভিসা নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্র জানায় বাংলাদেশে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অযাচিত হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তারের কারণে তাদের উপর এই ভিসা নীতি প্রয়োগ করা হতে পারে। এর আগে র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, আমাদের মতো তৃতীয়বিশ্বের দিশগুলোকে পশ্চিমারা শেখানোর চেষ্টা করে। যেখানে তাদের ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট আছে সেসব জায়গার গণতন্ত্র মানবাধিকার যদি ধুলিসাৎ হয়ে যায় তাতেও পশ্চিমাদের কিছু যায় আসবে না। তারা যেখানে কর্তৃত্ব চায় সেখানে কাজটি যদি সহজ না হয় তাহলে তারা নানাবিধ হয়রানি তৈরি করে।

সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর্যবেক্ষক দল যখন প্রাক নির্বাচনী পরিস্থিতি দেখতে এসেছেন তখন জাতিগতভাবে এক থাকা জরুরি বলেও মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। যদিও বিএনপি ও অন্যান্য দলগুলো অভিযোগ জানাতে আগ্রহী বেশি ছিলো। আলেচনা শেষে বিএনপি জানায়, ‘আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে বলে আসছি, শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। বিগত দুই-তিনটি নির্বাচনে তারা বাংলাদেশের জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে। আজকে যাদের বয়স ৩০-৩২ বছর হয়েছে তারা বিগত নির্বাচনগুলোতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। প্রশাসন ওবিচারবিভাগ দলীয় করণ করা হয়েছে দাবি করে তারা বলে, এখন নিপীড়ন-নির্যাতনসহ ভোট চুরির প্রকল্প অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে। একেবারে বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, লুটেরা ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদসহ তারা একটা প্রজেক্টের মাধ্যমে আবারও তারা বাংলাদেশের মানুষের ভোট চুরি করার অভিপ্রায়ে কাজ করে যাচ্ছে।

একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে একটি নির্বাচন হতে হবে। সংসদ বাতিল করতে হবে। নির্বাচন কমিশন বাতিল করে সবার মতমতের ভিত্তিতে আরেকটি নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে আমার বাংলাদেশ পার্টি‘এবিপার্টি’। সোমবার (৯অক্টোবর) রাজধানীর একটি হোটেলে এই সাক্ষাতটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে এবি পার্টির নেতারা প্রাক-নির্বাচন মূল্যায়ন প্রতিনিধি দলকে বলেন, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ১১টি জাতীয় নির্বাচনের মধ্যে ক্ষমতাসীনদের অধীনে অনুষ্ঠিত ৭টি নির্বাচনই ছিল বিতর্কিত ও অগ্রহণযোগ্য। বাকী ৪টি নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ছিল তুলনামূলকভাবে অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য।

যুক্তরাষ্ট্রেরপ্রাক্-নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের সাথে খোলামেলা আলোচনা শেষে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় উপনেতাগোলাম মোহাম্মদ কাদের এমপি বলেছেন, নির্বাচন নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা আছে। বিএনপি নির্বাচন করবে না, তারা আন্দোলন করবে-সেখানে সহিংসতা হতে পারে। নির্বাচন নিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে, এসব বিষয় নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে।

মঙ্গলবার নির্বাচন ভবনে বাংলাদেশ সফররত যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে ইসিরও বৈঠক হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল। তাদের সঙ্গে ইসির বৈঠকের মূল আলোচনার বিষয় ছিল অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। সিইসি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল কী করবে আমরা জানি না। ইসির সঙ্গে বৈঠকে আইআরআই ও এনডিআইয়ের যৌথ এই দলটির মূল ফোকাস ছিল অবাধ, সুষ্ঠ, অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। ওরা ইসির ভূমিকা, সরকারের ভূমিকা, দায়িত্ব এবং কার্যক্রমসহ অনেক কিছু জানতে চেয়েছে। আমরা সবকিছু তাদের সামনে তুলে ধরেছি। তারা যা যা জানতে চেয়েছিল, আমরা জানিয়েছি। এখন তারা কী করবে, তা আমরা জানি না। হয়তো তারা দেশে ফিরে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে; নির্বাচনে পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে কী পাঠাবে না। অথবা পাঠালে কীভাবে পাঠাবে।’

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নূহ উল আলম লেনিন বলেন, ‘বাংলাদেশে এখন যে পরিস্থিতি এর চেয়ে অনেক খারাপ পরিস্থিতি অনেক

দেশে আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপ সেসব দেশে হস্তক্ষেপ করছে না। তারা হিসেবে ভাবমূর্তির অভিভাবক হতে চায়। এর পিছে জিও পলিটিকাল স্ট্র স্ট্র্যাটেজিক্যাল কারণ আছে। বাংলাদেশ যে ভারত চীনের সাথে একই রকম সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে এটা আমেরিকার পছন্দ না।’ নির্বাচনের এত আগে নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের কাছে দেশ বিষয়ে কোনো অভিযোগ দেওয়ার অর্থ নেই উল্লেখ করে শামসুদ্দিনচোধূরী মানিক বলেন, ‘যারা নালিশ দিচ্ছে তারা দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করছে, আর যারা নালিশ শুনছে তাদের এইএখতিয়ার নেই। এটা বুঝে নেওয়া ভালো। এটা নির্বাচনের পর্যবেক্ষক দল। নালিশ তাদের কাছে না করে দেশের অথরিটির কাছে করুন।’

উল্লেখ্য, এই সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যারা সারাবিশ্বে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বললেও তাদের মদদে লঙ্ঘিত হয় অনেক জায়গায়। শনিবার থেকে চলা ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজার অন্তত ৭০০ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে বলে জানায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। গাজা উপত্যাকার ওপর সোমবার নেতানিয়াহু সরকারের সর্বাত্মক অবরোধ আরোপের পর হামলা আরও বেড়েছে। এতে ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়েছে অবরুদ্ধ গাজা।

মেহেরপুরে ইউনাইটেড লয়ার্স ফ্রন্টের অবস্থান কর্মসূচি

বিএনপি’র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ইউনাইটেড লয়ার্স ফ্রন্ট এর উদ্যোগে ও মেহেরপুরে জাতীয়বাদী আইনজীবী ফোরামের আয়োজনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় মেহেরপুর আইনজীবী ভবনের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্য অ্যাড. মোখলেসুর রহমান খান স্বপন, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান, প্রচার সম্পাদক, অ্যাড. এহেন উদ্দিন মনা, সদস্য অ্যাড. নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন এ সরকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা

জিয়ার উন্নত চিকিৎসায় বাধা প্রদান করছে। আমাদের দাবি বেগম খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণ, নির্দলীয় নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ও এই সরকারের অবিলম্বে পদত্যাগের দাবি জানান তারা।

দেখা সাক্ষাৎ শুরু হচ্ছে বিএনপি জামায়াতের?

আবারও দেখা সাক্ষাৎ শুরু হচ্ছে বিএনপি জামায়াতের। যার শুরুটা হলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়াকে দেখতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির রীতিমত তোপ দাগলেন সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি দাবি জানালেন খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর। যদিও বিএনপি-জামায়াতের দেখা সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে মুখে কুলুপ এটেছেন দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা।

চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা.সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরসহ ৫ নেতা। খালেদার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়া শেষে সেখান থেকে বের হন দুপুর ১ টা ১০ মিনিটে। এ সময় উপন্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল, উত্তরের আমির আব্দুর রহমান মুসা, সহকারী সেক্রেটারি ডা.ফখরুদ্দিন মানিক, প্রচার সম্পাদক আতাউর রহমান সরকার।

এদিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জীবন ঝুঁকির মধ্যে আছেন বলে জানায় মেডিকেল বোর্ড। সোমবার বোর্ডের সদস্যরা আরও জানান, দেশের চিকিৎসা দিয়ে আর বেশি দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

সংবাদ সম্মেলনের পরের দিনেই পুরোনো বন্ধু জামায়াত হাসপাতালে সাক্ষাতে যাওয়া নিয়ে চলছে আলোচনা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে বলে রাজনীতির অঙ্গনে বেশ কয়েকদিন ধরে গুঞ্জন চলছে। যদিও এ বিষয়ে

বিএনপি কিংবা জামায়াতের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। ফলে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যকার সম্পর্ক আসলেই ছিন্ন হয়ছে নাকি কৌশল সে বিষয়টি সামনে চলে আসছে। যেহেতু সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে কোনো দলই এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি তাই সম্পর্ক ছিন্নের ব্যাপারটি নিয়ে এখনই বলার মতো সময় আসেনি।

হাসপাতাল থেকে বের হয়ে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা.সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের জানান, বিএনপি নেত্রীর শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন। তাকে দ্রুত দেশের বাইরে পাঠানোর দাবিও করেন তিনি। বিএনপির সাথে জামায়াতের ঘনিষ্টতা আরও বেড়েছে কি না এ প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি দলটির আমির। যদিও গত জুনে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সমাবেশে বলেছিলেন ‘বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের জোট এখন আর কার্যকর নেই, কিন্তু আমরা সরকারবিরোধী আন্দোলনে আছি।’দীর্ঘদিন পরে তারা রাজনৈতিক সহযোদ্ধার খোঁজে নিতে গেছে জামায়াত নেতারা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির চেয়ারপারসনের প্রেস উইং সদস্য শামসুদ্দিন দিদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, উনি শুনেছেন। এছাড়া এবিষয়ে কোন তথ্য তার কাছে নেই।

জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক সবসময়েই ছিলো উল্লেখ করে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর বলেন, ‘ওরা কৌশলগতকারণে সম্পর্কহীনতার কথা বলে। তারা ভোটের আগে শক্তি দেখাতে এবং জনমানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে দৃশ্যমানতা তৈরি করতে চাইবে। তবে এই দেশের জনগণ আর তাদের গ্রহণ করবে না।’

মেহেরপুরে সাংবাদিকদের সাথে বিএনপি নেতা আবদুল্লাহর মতবিনিময়

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী জেলা বিএনপির সহসভাপতি ও সাবেক ভিপি মোহাম্মদ

আব্দুল্লাহ সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন।

বিএনপি’র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে চলমান এক দফা আন্দোলন বাস্তবায়ন ও আগামী দিনে গাংনীর সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন তিনি।

মেহেরপুর লা-ভোগ রেস্টুরেন্টে গতকাল সোমবার দুপুরে আয়োজিত এই মতবিনিময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মুরাদ আলী, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান খোকন ও সাবেক সহসভাপতি আব্দুস সালাম।

এসময় জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।